দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JUN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

04

বিশ্ব ব্যাংক বলেছেঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বেড়েছে, কিন্তু সেবার মান বাড়েনি

॥ শওকত হোসেন মাসুম ॥ শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ও স্বাস্থ্য খাতে বিপুল বরাদ্দের পরেও এই দু'টি খাতের সেবা সুবিধার গুণগত মান তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বিশ্ব ব্যাংক এক সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে বলেছে, বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে মাত্র দু'ঘন্টা সময় কাটান। ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সান্নিধ্য কাটানোর এই সময়-সীমা পৃথিবীর সবচেয়ে কম সময়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হচ্ছে ৪ থেকে ৫ ঘন্টা। স্বাস্থ্য খাতের অবস্থাও করুণ। মাত্র ১৫ শতাংশ অসুস্থ মানুষ সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব ব্যাংক এই খাতগুলোতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিপূরক হিসেবে এর সেবা সুবিধার গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক এই দু'টি খাতের ওপর সমীক্ষার ফলাফল খসড়া আকারে প্রকাশ করেছে।

বিশ্ব ব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সান্নিধ্য কাটানোর সর্বনিম্ন সময়সীমা ছাড়াও এক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর সমস্যা হচ্ছে ঃ শিক্ষকদের অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ শিক্ষকই অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি এমনও দেখা গেছে যে, স্কুল চলছে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ১শ'জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর জন্য উপস্থিত আছেন মাত্র একজন শিক্ষক।

স্বাস্থ্য খাত প্রসঙ্গে সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে বিশ্ব ব্যাংক বলেছে, স্বাস্থ্য খাতের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। ৩১টি বিছানার থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী থাকে মোট ধারণক্ষমতার ৫০ শতাংশেরও কম।

বিশ্ব ব্যাংক আরো বলেছে যে, মাত্র ১৫ শতাংশ রোগী সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। বাকিরা এই হাসপাতালে আসেই না। কেননা সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা সুবিধা খুব খারাপ, পর্যাপ্ত ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় সেবা (নার্সিং) পাওয়া যায় না এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে।

সবশেষে বিশ্ব ব্যাংক বলেছে, সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি রয়েছে তার পরিপূরক হিসেবে এই খাতের সেবা সুবিধার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।